

পুর নিগম, পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েতে প্রদত্ত ভেট

ওয়ার্ড নং	বিজেপি	ভগ্নল	বামকন্ট	কংগ্রেস	অন্যান্য	নেটা	বাতিল	মোট
১ (৬)	মিত্রা রানী দাস	গোরী মজুমদার	সোমা সরকার	মিল সরকার	-	৩৬	০	৩৫৭৬
২ (১৩)	শার্মিলা বৰ্মণ	বৃগলী দেব	স্মৃতি সরকার	রেখ চক্ৰবৰ্তী	-	৬৫	০	৭৬৫৩
৩ (১০)	জগদীশ দাস	মাঝু অধিকারী	রাকেশ দাস	পিলীপ কুমার রায়	দিবোন্মু রায়	১২০	০	১০৬৩
৪ (৮)	সুপৰ্ণা দেবনাথ	উমা গোপ	পপি বালিক	স্বনাক্ষ সরকার	পিলীপ কুমারী রূপিনী	১৩৫	০	৬২২৯
৫ (১০)	লতা নাথ	শ্যামল পাল	কৃষ্ণ মজুমদার	দেবব্যানী মালাকার	-	১০৩	০	৬১৫০
৬ (৯)	মিঠুন দাস বৈয়োৱ	সুলল সরকার	দেবাশিস বৰ্মণ	মণিপুর মালাকার	-	১০৩	০	৬২২০
৭ (৯)	জয়া ধানুক	ডলি বিশ্বাস	যুমুনা দাস (খৰি দাস)	-	-	১৩২০	১	৫৬১৪
৮ (৯)	সম্পৰ্ক সরকার (সেন)	পঞ্চা ভট্টাচার্য	গীতা দে	-	-	১২১১	১	৫০৬৭
৯ (১০)	উজুন কুমার ঘোষ	বাস্তু চক্ৰবৰ্তী	নেপাল মজুমদার	রঞ্জিত দে	সঞ্জিত ঘোষ	১১১১	১	৪৮২৬
১০ (৭)	সোমা মজুমদার (দেবনাথ)	পার্মা দেব	গীতা দাস	নিবেদিতা রায়	-	১৯৬৮	১	৬২১৮
১১ (৭)	হীরালাল দেবনাথ	গুড়েনু চক্ৰবৰ্তী	মুণ্ডী পাল	অর্ধ্য কুমু পাল	শিবালী দেববৰ্মা	১০৭২	১	৪৫৫৩
১২ (৭)	শাস্ত্রনা সাহা	বৱা সিংহ	কাজল রেখা শিনহা	-	সুপৰ্ণা খিসা	১১৭২	১	৫২৩৯
১৩ (৯)	প্ৰদীপ চন্দ	জোয়া ভূঘণ ধৰ	কোশিক চক্ৰবৰ্তী	-	-	৪৩০৮	১	৫২০২
১৪ (৯)	মিঞ্চা দাস (দেব)	পৌৰ্যালী দত্ত	-	পামা সোম (ঘোষ)	১২১	২০৮	৩	৫৭২৮
১৫ (১০)	নিবাস দাস	বিকাশ সরকার	-	-	-	১০৫	০	৫৫৯০
১৬ (৭)	দীপক মজুমদার	তুমুন কুমার দন্ত	সুশোভন দন্ত মজুমদার	-	-	১০৭	০	৪৮২৫
১৭ (৭)	শিখা ব্যানার্জি	সুপুণা ঘোষ	ফুলন ভট্টাচার্য	রঞ্জা পাল	উষা রানী দেববৰ্মা	১০১	১	৩৫১৩
১৮ (৬)	অভিযোক দন্ত	নীল কমল সাহা	-	-	-	১৮১০	১	৩০৮৯
১৯ (৫)	ভাস্তু দেববৰ্মা	আজলী দেববৰ্মা	অপুকুলা দেববৰ্মা	-	গৌৰীমী রায়	১০২৬	০	৩২৮৫
২০ (৮)	রঞ্জা দন্ত	মুকুল সাহা	-	মৌমিতা রায়	১৬৬	১৩২	০	৫৩২৪
২১ (১০)	ড. অলক ভট্টাচার্য	লিনু দেব	জয়া বিশ্বাস	অঞ্জন সাহা	শাস্ত্রনু পাল	১৭২৮	১	৫৩৫৩
২২ (৭)	ইমানী দেববৰ্মা	পিঙ্কি দেববৰ্মা	যুমুনা দেববৰ্মা	সংজীব দেববৰ্মা	গোল্দমিথ দেববৰ্মা	১৪৪২	১	৩৮৬৮
২৩ (৯)	মণিমুক্তা ভট্টাচার্য (মজুমদার)	মহায়া চক্ৰবৰ্তী (ঘোষ)	উমা চন্দ (দেব)	সুতকীলা ঘোষ	শ্রেয়সী লক্ষ্মী	১৬৩২	১	৫৪১১
২৪ (৯)	সুমুৰ সাহা	বার্জেশ সাহা	জোঞ্জো সিংহ	প্ৰদীপ সিংহ	ভৰতোৰ দে (৪৭)	১০৫	১	৫৫১৫
২৫ (৮)	সীমা দেবনাথ	সুবিদা দেবনাথ	কল্পনা শিব	মালবিকা পোদ্দার	(দেবনাথ) পোদ্দার	১০৭২	০	৫৬০০
২৬ (৮)	শিক্ষা দেওয়ান (দাস)	শিবানী দাস	পুঁজা খায়ি দাস	প্ৰবাসী মঙ্গল (দাস)	পুঁজা খায়ি দাস	১০৬৩	০	৫৩৬৪
২৭ (৮)	সুভাষ তোমিক	বিলুন চন্দ বৰ্মণ	শুশৰ্ষ দাস	রাখাল চন্দ দাস	-	১০৯	১	৫৭৬৩
২৮ (১০)	নদনুলাল দেবনাথ	সুমন দেবনাথ	সুমন চক্ৰবৰ্তী	শানু মিশ্রা	-	১১৯৯	১	৫৩৪১
২৯ (১০)	রঞ্জা দাস (সাহা)	প্ৰতিভা মালাকার	সোমা দিব্যাস	তুলসী রানী দাস	-	১০৩৯	০	৫৩৯৫
৩০ (৭)	পিন্টু রঞ্জন দাস	রঞ্জা বৰ্মণ	প্ৰৱেৰ চন্দ দাস	প্ৰৱেৰ চন্দ দাস	-	১০৭	০	৫১২৬
৩১ (৯)	অঞ্জলী দাস	কাকলী দাস	সিপিকা দাস	-	-	১০৩১	০	৫২৮১
৩২ (১০)	শিক্ষা সেন	জয়া পাল (ঘোষ)	মার্বী চৌধুরী (বৰ্ধন)	-	-	১১৯৯	০	৫২৩৯
৩৩ (৮)	অভিজিৎ মল্লিক	রাকেশ রাই	অভিজিৎ ভট্টাচার্য	মিস্টু দেব	-	১০১৮	০	৫৫৯৭
৩৪ (৭)	জাহানী দাস চৌধুরী	শিবানী সেনগুপ্ত	জ্যোল দন্ত চৌধুরী	বৈয়োনী চক্ৰবৰ্তী	শ্ৰিকা চক্ৰবৰ্তী	১০১৮	০	৪১৩৫
৩৫ (৫)	তুমাৰ কৃষ্ণ ভট্টাচার্য	জাহানীৰা বেগম	সুভাষ দাস	-	-	১০১৬	০	৪৬৫৯
৩৬ (১২)	নিতু দে	গোরী রানী দাস	লিপিকা চৌধুরী	-	-	১০৭	০	৪৩৬১
৩৭ (১০)	বাণী দাস	মুসিকাল বিশ্বাস	রতন দাস	দীপক সুৰকার	-	১১১০	১	৪৪৯৭
৩৮ (১০)	অঞ্জলা দাস	সুপুণা মল্লিক	বুলি বিশ্বাস	-	-	১০১৯	০	৪০৫১
৩৯ (৮)	অলক রায়	বাখাল চন্দ দেবনাথ	মিষ্টি শীল	নারায়ণ সাহা	মিষ্টি গুলি ভোগী বৰ্মণ	১০১২	১	৪০১৫
৪০ (৮)	সম্পৰ্ক সরকার	সংহিতা ব্যানার্জি (চৌধুরী) ১২১৬	-	পুৰুষ ভট্টাচার্য	-	১০১৬	০	৪২৫৯
৪১ (১০)	অভিজিৎ ঘোষ	বিলুন সাহা	দিলীপ রঞ্জপাল	রঞ্জিত দে	-	১১৫০	১	৪৯১০
৪২ (১১)	সাহী রঞ্জপাল (রায়)	সোমা দাস	বিলীকা পাল (দাস)	লঙ্ঘনী মজুমদার	-	১০৫০	০	৪৩৪০
৪৩ (৮)	মধুক দাস (দন্ত)	সুৰত রায়	প্ৰেমিকা পাল	আশোক কুমার দাস	(দাস)	১০৪৯	১	৪৮৮৮
৪৪ (৫)	উষার ভাস্তু চক্ৰবৰ্তী	নিতাই দাস	স্বপ্না নাথ	পাশু সাহা	-	১১১	১	৪৪১৮
৪৫ (১০)	অপু আৰাদ (দন্ত)	সাহানীয়া বেগম	পিলীপ চৌধুরী	-	শুক্রা দে চক্ৰবৰ্তী	১০১৬	১	৪৬২০
৪৬ (১)	প্ৰসেনজিৎ লোধ	সুমিৰ চক্ৰবৰ্তী	রঞ্জি পাল (দেব)	গোবিন্দ বাটুল	পিলীপ চৌধুরী	১০১৬	০	৪০৭৬
৪৭ (১)	মানা রাণী সুৰকার	জুহু কুমার দাস	দেৰ তুলু রায়	মুৰুশ দাস	আশিস সুৰকার	১০৫৪	০	৪০১৯
৪৮ (১)	সুবিদা কুমার বৰ্মণ	যশোদা দাস	-	উমা দেবনাথ	(চৌধুরী) ৬৫	১১১	১	৪৯৬৩
৪৯ (১)	হুবিশান দেবনাথ	উজুন সুৰকার	ধৰনি সিনহা	-	-	১০৫০	০	৪০০৭
৫০ (৭)	বিৰঞ্চ দাস	সোনালী আচার্য	অজয় চক্ৰবৰ্তী	শংকৰী সুৰকার	-	১০৫১	০	৪১৫৫
৫১ (৮)	সুশাস্ত চন্দ তোমিক	তপন কুমার বিশ্বাস	পদ্মোদ দাস	জয়দেৱ ঘোষ	-	১০৫৫	০	৪১৭৯

|--|

• চারের পাতার পর

পুর নিগম, পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েতে প্রদত্ত ভোট

Results

District Name:		North Tripura										Sub-Division: Dharmanagar									
Name of Municipality/Nagar Panchayat:		Dharmanagar Municipality																			
		Party wise Result (Votes secured)																			
Ward no.	No. of Electors	AITMC	BJP	CPI	CPI(M)	INC	RSP	AIFB	Others	IND	Total of Valid Votes	No. of rejected Votes	NOTA	Total of Votes Cast	No. of Tendered votes	% of Votes Cast					
1	1,033	0	517	0	0	174	0	0	0	0	691	0	23	714	0	69	12				
2	1,163	0	782	0	113	0	0	0	0	0	895	0	28	923	0	79	36				
4	1,376	0	728	0	241	0	0	0	0	0	969	0	87	1,056	0	86	74				
6	1,260	0	639	0	161	0	0	0	0	0	1,044	0	27	1,151	0	86	60				
7	1,258	0	673	0	244	0	0	0	0	0	917	0	35	965	0	86	58				
7	1,496	0	794	0	224	0	0	0	0	0	1,018	1	50	1,099	0	71	46				
8	1,213	0	513	0	174	121	0	0	0	0	808	0	22	830	0	68	43				
9	1,310	0	104	634	0	275	0	0	0	0	1,011	0	31	1,042	0	71	42				
10	1,042	0	533	0	253	46	0	0	0	0	851	0	13	944	0	81	50				
11	1,407	0	755	0	337	0	0	0	0	0	1,092	0	47	1,139	0	80	95				
12	1,292	0	624	0	381	0	0	0	0	0	1,068	0	30	1,035	0	80	11				
13	1,327	152	696	0	220	0	0	0	0	0	1,068	0	18	1,088	0	81	84				
14	1,224	49	629	0	225	0	0	0	0	0	970	0	12	925	0	82	53				
15	1,180	75	801	0	0	0	0	0	0	0	998	0	15	923	0	79	22				
16	1,177	194	743	0	0	0	0	0	0	0	937	0	65	1,002	0	86	13				
17	1,409	0	738	0	311	0	0	0	0	0	1,049	0	1	1,049	0	77	79				
18	1,233	0	679	0	318	0	0	0	0	0	889	0	50	959	0	82	52				
19	1,139	0	573	0	0	65	0	0	0	0	289	0	27	904	0	79	37				
20	1,303	54	642	0	289	46	0	0	0	0	1,031	0	17	1,048	0	80	43				
21	1,311	87	633	0	227	28	0	0	0	0	1,006	0	16	1,022	0	77	96				
22	1,254	47	629	0	101	28	0	0	0	0	654	0	15	661	0	82	52				
23	1,613	124	666	0	294	28	0	0	0	0	1,212	0	11	1,223	0	75	82				
24	940	0	516	0	198	0	0	0	0	0	712	0	4	757	0	80	53				
25	1,082	0	675	0	0	0	0	0	0	0	91	768	0	36	757	0	74	12			
TOTAL	29,783	526	15,733	0	4,697	921	0	32	0	0	361	22,320	1	781	23,372	0	87	78			

Results

District Name:		South Tripura										Sub-Division: Sabroom									
Name of Municipality/Nagar Panchayat:		Sabroom Nagar panchayat																			
		Party wise Result (Votes secured)																			
Ward no.	No. of Electors	AITMC	BJP	CPI	CPI(M)	INC	RSP	AIFB	Others	IND	Total of Valid Votes	No. of rejected Votes	NOTA	Total of Votes Cast	No. of Tendered votes	% of Votes Cast					
1	522	0	319	0	142	0	0	0	0	0	461	0	18	479	0	91	76				
2	700	0	422	0	183	0	0	0	0	0	605	0	19	624	0	89	14				
3	579	0	343	0	177	0	0	0	0	0	520	0	14	534	0	92	23				
4	611	0	286	0	181	0	0	0	0	0	467	0	27	494	0	80	85				
5	612	0	353	0	197	0	0	0	0	0	550	0	17	567	0	92	65				
6	621	0	395	0	276	0	0	0	0	0	671	0	22	693	0	84	41				
7	606	0	330	0	139	0	0	0	0	0	469	0	36	505	0	83	33				
8	595	0	309	0	170	0	0	0	0	0	479	0	38	517	0	86	89				
9	413	0	253	0	109	0	0	0	0	0	362	0	28	390	0	94	43				
TOTAL	5,459	0	3,010	0	1,674	0	0	0	0	0	4,684	0	219	4,803	0	87	98				

Results

ଜୀବା ଅଜୀବା

ডিসেন্টারের প্রথম সপ্তাহেই
বছরের শেষ সূর্যগ্রহণ, দেখা
যাবে কি ভারত থেকে?



নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর।। শেষ হতে চলেছে ২০২১ সাল। তার আগেই শতাব্দীর দীর্ঘ চন্দ্রগ্রহণ দেখতে মুঠিয়ে রয়েছেন আকাশপ্রেমীরা। কিন্তু কেবল চন্দ্রগ্রহণই নয়, বছর ফুরোবার আগেই সূর্যগ্রহণেও দেখা মিলবে। আগামী ৪ ডিসেম্বর হবে সেই গ্রহণ।

জানা গিয়েছে, গ্রহণটি হবে বলয়গ্রাস গ্রহণ। সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে চলে আসবে চাঁদ। চাঁদের আড়ালে ঢাকা পড়বে সূর্য। কেবল একটা বলয় দৃশ্যমান থাকবে। একে বলে ‘রিং অফ ফায়ার’। সহজেই অনুমেয় আকাশের কোলে কেমন সৌন্দর্য বিচ্ছুরণ করবে এই দৃশ্য!

সাধারণ ভাবে সূর্যের খণ্ডগ্রাস, পূর্ণগ্রাস গ্রহণ ছাড়াও এই বলয়গ্রাস গ্রহণ দেখা যায়। বছরের শেষ এই গ্রহণটি দেখা যাবে দক্ষিণ আফ্রিকা, আন্টারিক্টিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারত থেকে সেভাবে দেখা যাবে না এই গ্রহণ।

গত ১০ জুন দেখা গিয়েছিল ২০২১ সালের প্রথম সূর্যগ্রহণ। রাশিয়া, কানাডা, গ্রিনল্যান্ড, উত্তর মেরু থেকে দেখা গিয়েছিল আগুনের বলয়। এদের মধ্যে গ্রিনল্যান্ড থেকেই গ্রহণের চূড়ান্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। সেটিও ভারত থেকে দেখা যায়নি। সেবারও ছিল সূর্যের বলয়গ্রাস গ্রহণ। এবারও গ্রহণের অনিদ্যসুন্দর দৃশ্য দেখা থেকে বাঞ্ছিত থাকবেন ভারতীয়রা।

এমাসেই, আগামী ১৯ নভেম্বর হতে চলেছে শতাব্দীর দীর্ঘতম চন্দ্রগ্রহণ। আশচর্য এই মহাজাগতিক দৃশ্য সবচেয়ে ভাল দেখা যাবে উত্তর আমেরিকা থেকে। কার্তিক পূর্ণিমার দিন ওই গ্রহণ দেখা যাবে ভারত থেকেও। গ্রহণ সবচেয়ে ভাল দেখা যাবে উত্তর আমেরিকা থেকে। আমেরিকার ৫০টি প্রদেশ ও মেক্সিকো থেকে গ্রহণের প্রতিটি মুহূর্তের সাফ্ফী থাকতে পারবেন মহাকাশপ্রেমীরা। এছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, পূর্ব এশিয়া, উত্তর ইউরোপ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকেও দেখা যাবে এই চন্দ্রগ্রহণ।

দীর্ঘ ২০০ বছর ধরে দীপাবলি ও
নাগ চতুর্থী পালিত হয় না এই গ্রামে



এখনও দিওয়ালির ঘোর
কাটেনি দেশে। বহু জয়গাতেই
আলোর রোশনাই রয়ে
গিয়েছে। আজ আবার নাগ
চতুর্থী। এই দিনে ভারতের
দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে নাগ
দেবতার পুজো হয় সাড়েবৰে।
তাতে অবশ্য কিছুই এসে যায়
না অন্ধপ্রদেশের এই গ্রামে।
কারণ গত ২০০ বছর ধরে
এখানে দীপাবলিতে কেউ
প্রদীপ জ্বালেনি। আলোর
উৎসবে মাতেনি কেউ। নাগ
চতুর্থী নিয়েও আহাদ নেই
এখানে।

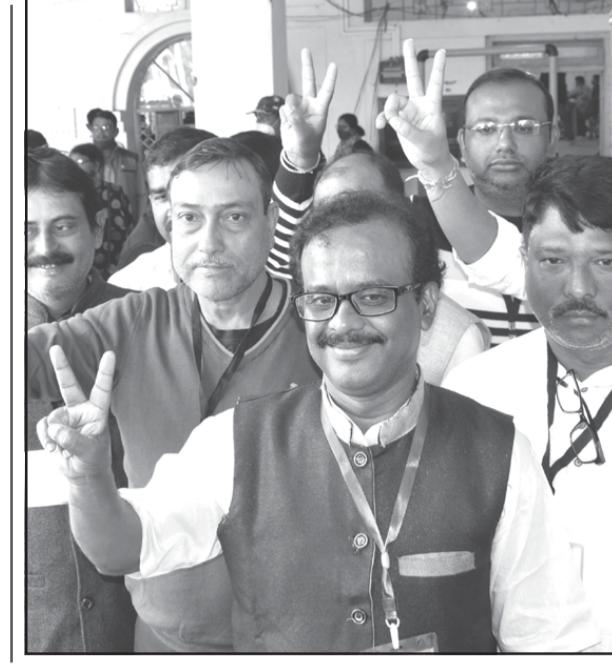
গত বছরের মতোই এবছরও
মহামারীর বক্ষচু শাস্তিচ্ছিল
সাধারণ মানুষকে। শেষ পর্যন্ত
সেই বাঁধা ডিঙিয়ে উৎসবে
মেতেছে মানুষ। ভাইরাসের
কথা ভেবেই আদলতের
নির্দেশে দিওয়ালিতে নিষিদ্ধ
ছিল আতশবাজি পোড়ানো।
ছাড় ছিল কেবল পরিবেশবান্ধব
সবুজ বাজিতে। তবে কিনা
অন্ধপ্রদেশে রণহস্ত গ্রাম
পঞ্চায়েত এলাকার
পোমানাপালেম গ্রামের তাতে
কী! গত ২০০ বছর ধরেই যে
তারা দীপাবলি উদযাপন করেন
না। ফলে আলোর রাতেও
অঙ্ককারে গ্রাম! কিন্তু কেন?
কেন দীপাবলি ও নাগ চতুর্থী
পালন করা বন্ধ করে দিল
পোমানাপালেমের
অধিবাসীরা? এর পিছনে কি
রয়েছে নিছক কোনও
কুসংস্কার?

আমাদের কাছে কুসংস্কার মনে
হলেও, পোমানাপালেম গ্রামের
বাসিন্দারা মনেপাণে বিশ্বাস
করেন, তাঁরা দীপাবলি ও নাগ
চতুর্থী পালন করলে ভয়ংকর
অনিষ্ট ঘটে যাবে তাঁদের গ্রামে।
বহু বছর আগে ভারতের আর
পাঁচটা গ্রামের মতোই
পোমানাপালেম গ্রামেও

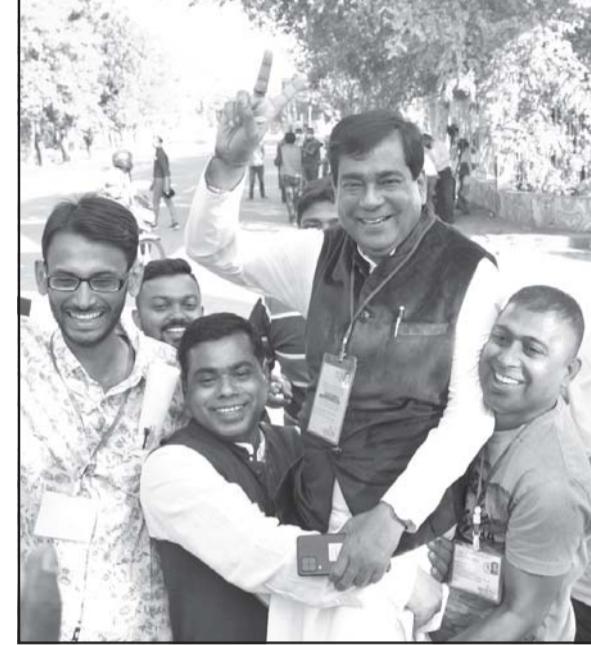
দীপাবলি পালিত হত হই হই
করে। চতুর্থীর দিন থেকে শুরু
হত উৎসব। এরপর এক সপ্তাহ
ধরে দীপাবলি পালিত হত।
দীপাবলির পরবর্তী চতুর্থীতে
পালিত হত নাগ চতুর্থী। কিন্তু
সেবার ঘটে গেল মর্মাণ্ডিক
দুর্ঘটনা। নাগ চতুর্থীর রাতে নাগ
পুজোর উৎসবে গ্রামের এক
শিশুকন্যার মৃত্যু হল সাপের
কামড়ে। ২০০ বছর আগে
একইদিনে অপঘাতে মারা যায়
গ্রামের দুটি যাঁড়ও। দুইয়ে
মিলে গ্রামবাসীর মনে প্রবল
ভীতি জন্মায়। তাঁরা বিশ্বাস
করতে শুরু করেন, দীপাবলি ও
নাগ চতুর্থী পালন করলে
অকল্যাণ হবে গ্রামে। হয়তো
মৃত্যু হতে পারে আরও কারও।
সেই থেকেই নাগ চতুর্থী ও
দীপাবলি পালন বন্ধ হয়ে যায়
অন্ধপ্রদেশের পোমানাপালেম
গ্রামে। এই দুটো বছরে নতুন
প্রজন্ম কি দীপাবলি উদযাপনের
দাবি তোলেনি? অবশ্যই
তুলেছে। কিন্তু সেই দাবি
মানতে রাজি হননি গ্রামের
প্রবীণরা। কারণ, এর মধ্যে
আরও একটি অপঘাতে মৃত্যুর
ঘটনা ঘটে গিয়েছে গ্রামে।
গ্রামের এক বাসিন্দা জানান,
কয়েক বছর আগে ব্যক্তিগত
উদ্যোগে দীপাবলি পালন
করেছিলেন তিনি। এর কিছু
দিন পর মৃত্যু হয় তাঁর ছেলের।
তবে কি সত্যই এই গ্রামের
দীপাবলি ও নাগ চতুর্থী
উদযাপনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে
অপমৃত্যুর অভিশাপ? নাকি
নিছকই কুসংস্কার? সে কথা
জানেন না পোমানাপালেমের
অধিবাসীরা। তবে এবারও তারা
দীপাবলি পালন করেননি।
জ্বালানি প্রদীপ। আতশবাজি তো
বঙ্গদুর্বল। নাগ চতুর্থীর দিনেও ২০০
বছর আগের শোবের অঙ্ককারে
ডুবে রয়েছে গোটা গ্রাম।



তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদে বিশাল জয়ের পর সব প্রাথীদের মালা-বদনে নগর পরিক্রমা



পুর নিগমের হেভিওয়েট প্রাথী ড. অলক ভট্টাচার্য। জয়ের পর উল্লাস



আনন্দ উল্লাসে পুর নিগমের হেভিওয়েট প্রাথী দীপক মজুমদার



বিরোধীশুন্য সোনামুড়া মহকুমা। মেলাঘর পুর পরিষদ ও সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত সম্পূর্ণ বিজেপি দলের দখলে



বিজগ্নিত বাদে উচ্চ থেলা দক্ষিণের বিবোধীরা। তবিতে বিজয় উলাসের আবনায় বিজয়ীরা



জগ্নের আনন্দে গেরুয়া আবিরের খেলায় মাতলেন বিজয়নী



ହିତୀଯବାବେର ମତୋ ଜୟୀ ହୁଏ ଉପସିତ ପର ନିଗମେର ଚାର ନଂ ଆସନେର ବିଜେପି ପ୍ରାଥ୍ୟେ ସମ୍ପଦୀ ଦେବନାଥ



বাধাৰঘাটের একদা জননেতা প্ৰয়াত দিলীপ সৰকাৰেৱ ভাৰশিয়া অলক বায় জয়েৱ পৰি ফটোসেশন

ଲାଇସ ସ୍ଟୋର

শুক হক বুড়িয়ে যায় বেশি

শীতে প্রাক্তিক উপায়ে নিন বিশেষ যত্ন



শীতের শুরুর এই সময় থেকে
বসন্তের সময় পর্যন্ত তাকে
একটা টানটান ভাব থাকে
প্রায় সবারই! আর যারা সারা
বছরই শুক্র তাকের অধিকারী,
তাদের তো কোনও কথাই
নেই! বিশেষ দেখাল না
করলেই তুক ফেটে যাওয়া,
রংফৰ-বেজান হয়ে যাওয়ার
মতো নানা সমস্যা দেখা দেয়
এই সময় তাই খেয়াল রাখতে
হবে তুক যাতে পায় সঠিক
ময়েশ্চারাইজেশন। আর যদি
তা প্রাকৃতিক উপায়ে করতে

পারেন তাহলে তো সবচেয়ে
ভালো। কিভাবে বুঝবেন
শুক্র হয়ে পড়েছে
মুখ ধোয়া বা স্নান করার
ভাবে অতিরিক্ত টানটান
তৈরি হওয়া প্রধান লক্ষণ
অনকের আবার এই সময়ে
ভাবে অমসংগতা ও চুলকানা
ভাবও তৈরি হয় এই সময়ে
মনে রাখবেন, শুক্র ভাবে
বলিগ্রেখার সমস্যা দেখা যাব
জলদি। তাই বিশেষ যত্ন
নেওয়া একান্ত দরকার।
কী করবেন দিনে দু'বার

କ୍ଲିନିଜିଙ୍, ଟୋନିନ୍,
ମୟୋଶ୍ଚାରାଇଜିଙ୍ କରନ୍।
ଯାଦେର ତ୍ଵକ ବେଶି ଶୁକଳୋ
ତାଁରା ଅସେଲାବେସ କ୍ଲିନିଜାର
ମୟୋଶ୍ଚାରାଇଜାର ବ୍ୟବହାର
କରନ୍ । ଶୁକ ତ୍ଵକେ ସ୍ତ୍ରୀବିଂ
ବେଶି ନା କରାଇ ଭାଲୋ ।
ଦରକାର ହୁଳେ ମଣ୍ଡର ଡାଲ
ବେଟେ ଘରେଇ କ୍ଲିନିଜାର ତୈରି
କରେ ନିତେ ପାରେନ । ଏଠି
ମୁଖେର ସାଥେ ସାଥେ ସାରା
ଗାୟେ ଲାଗାନ । ଛକ୍ରେର ମରା
କୋଷ ଦୂର କରତେ ଏଠି ଖୁବ
କାର୍ଯ୍ୟକରୀ । ମଣ୍ଡର ଡାଲ ବାଟିରା

সাথে কাঁচা দুধ মিশিয়ে নিন
দরকার পড়লে। পাকা কলা
চটকে ফেসপ্যাক বানাতে
পারেন। এটি শুষ্ক ছাককে
আদ্রতা জোগায়। মধু দিয়ে
ফেসপ্যাক বানিয়েও ব্যবহার
করতে পারেন শীতের সময়।
বেশি করে জল খান। শীতে
শুষ্ক তুক নয়, শুষ্ক পরিবেশের
কারণে গোটা শরীরে আদ্রতার
অভাব দেখা যায়। তাই শীতে
জল তেষ্টা না পেলেও জল
খান সময় মেনে। ৩-৪ লিটার
জল পান করুন রোজ।

